যুগান্তর

রোববার, ২৭ ফাল্গুন, ১৪১৪
Monday, 10 March, 2008

দুর্নীতি

ড. এম. আজিজুর রহমান

দুর্নীতি দমন

আইন-শৃংখলা ভঙ্গ করে, নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য অবৈধভাবে অন্যের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও সরকারি অর্থ-সম্পদ দখল, আত্মসাৎ, সামাজিক শক্তি, প্রতিপত্তি ও সুনাম অর্জনের অপচেষ্টা, নিকটাত্মীয় ও আশীর্বাদপুষ্ট লোককে অতিরিক্ত খাতির করা এবং অনিয়মিতভাবে ব্যবসায় বা চাকরি পেতে সহায়তা করা ও পদোন্নতি দেয়া— এগুলো সবই হল দুর্নীতি। স্বাধীনতার পর থেকে দেশের সর্বস্তরে প্রতিটি রাজনৈতিক সরকার কমবেশি দুর্নীতি করেছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল ও সংস্থাকে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করেছে। রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, আমলা, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, এনজিও সর্বস্তরে যে যেভাবে পারে দুর্নীতিতে ব্যস্ত থেকেছে এবং বর্তমানে দুর্নীতি দমনের কঠোর প্রচেষ্টার মাঝেও তারা দুর্নীতি অব্যাহত রেখেছে।

মানব চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানুষ জন্মগতভাবে স্বার্থপর। কিন্তু স্বার্থপরতা সবসময় নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য বহন করে না। স্বার্থপরতার কারণেই মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে, ফলে তার ব্যক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও সমাজ উপকৃত হয়। সাধারণ মানুষ ও দুর্নীতিগ্রস্ত লোকের কাছে স্বার্থপরতার ধারণা এক নয়। কারণ দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা স্বার্থপরতার কারণে ভুলপথে পরিচালিত হয়। জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য তারা অবৈধ ও অনিয়মিতভাবে সুবিধা অর্জন, অন্যের অর্থ-সম্পদ দখল, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সম্পদ আত্মসাৎ, অনিয়মিতভাবে চাকরি এবং ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট সুবিধা অর্জন ইত্যাদি দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে থাকে। স্বার্থপরতা নামক আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে শুধু ইতিবাচক ও বৈধভাবে কাজে লাগিয়ে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

সভ্য সমাজে কোন মানুষের অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে উচ্চাভিলাষী হওয়া উচিত নয়। অন্যের ক্ষতিসাধন না করে নিজেদের শারীরিক, আর্থিক, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষমতার মধ্যে থেকেই বৈধ উপায়ে আমাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কথা ভাবতে হবে। পারিবারিক ও বিদ্যালয় শিক্ষার মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করতে হবে। ধর্মশিক্ষার প্রায়োগিকতার ওপর জোর দিয়ে ধর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করতে হবে। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষের করণীয় কি হওয়া উচিত তাও শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে জোরালোভাবে প্রবেশ করাতে হবে; যাতে করে ছেলেমেয়েরা সাধারণ শিক্ষার মধ্য থেকেই ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারে।

পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলোতে দুর্নীতির প্রবণতা বেশি। এর প্রধান কারণ দরিদ্রতা। অনুন্নত দেশগুলোতে চাকরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই অপ্রতুল। ব্যবসায়-বাণিজ্য কিছু মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। চাকরির সুবিধাও লাভ করে কিছু লোক। সরকারি চাকরি ছাড়া অন্যান্য চাকরিতে পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচ্যুইটির ব্যবস্থা তেমন নেই। সরকারি চাকরিতেও এসব সুযোগ অপ্রতুল। আবার সরকারি কর্মসংস্থান বেসরকারি কর্মসংস্থানের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। এসব কারণে অনুন্নত দেশের জনগোষ্ঠীর মৌলিক প্রয়োজন মেটাতেই অনেক সময় অনেকে দুর্নীতির দ্বারস্থ হয়। বিশ্বের অর্থনীতির ইতিহাস থেকে আমরা যা পাই তা হল— দুর্নীতি দমন ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আমাদের সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী রাজনীতি ও অর্থনীতির পরিবর্তে ত্বরিত উন্নতি সাধনে অতি উদারনীতি গ্রহণ করতে হবে। উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতির মাধ্যমে আমরা সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতি গ্রহণ করব। তাতে করে দেশের আয়, কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধি দ্রুতগতিতে বাড়বে। প্রবৃদ্ধি বাড়ার কারণে মূল্যস্ফীতি সহনীয় গতিতে বাড়বে। দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার আওতায় থাকবে। কর্মসংস্থান বাড়লে আয় বণ্টন ও দারিদ্র্য বিমোচন হবে। ধনী ও গরিবের ব্যবধান কমবে। কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচ্যুইটি সব কিছুরই সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। চিলড্রেনস ফান্ডসহ মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে। আর্থিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনের কারণে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ক্রমশ হ্রাস পাবে।

আমরা সবাই জানি, দুর্নীতিবাজদের শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে দেশের রাজনীতিবিদ, আমলা, সরকারি-বেসরকারি, ছোট-বড় সব ধরনের চাকরিজীবী, বিভিন্ন ব্যবসায়ী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী। তাই রাজনীতিবিদ, আমলা, চাকরিজীবীদের জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে। রাজনীতি শুরু করার আগে এবং চাকরিতে নিয়োগপ্রাপ্তির সময় তাদের কতটুকু সম্পদ ছিল তার সুস্পষ্ট ও লিখিত দলিল রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিয়োজিত ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিনিয়োগ, মোট আয়, উদ্বৃত্তের হার, প্রকৃত প্রাপ্তি, লভ্যাংশ ও সংশ্লিষ্ট কর প্রদান সম্পর্কিত রেকর্ডপত্রের স্বচ্ছতা ও এতদসংক্রান্ত দলিল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে যদি বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করা সম্ভব হয়, তাহলে উপরের কাজগুলো করাও সহজ হবে। আমলা ও চাকরিজীবীরা ব্যবসায়, চাকরি ও পদোন্নতির ফাইল আটকিয়ে দুর্নীতি করে থাকে। এ ধরনের দুর্নীতিসংশ্লিষ্ট বিভাগে মনিটরিং ও ইনভেস্টিগেশন সেল তৈরি করতে হবে। প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থাসহ সর্বস্তরের দুর্বলতা কঠোরভাবে উৎপাটন করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

দুর্নীতি দমনের জন্য প্রশাসনের সব ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি খাত, আধাসরকারি ও এনজিও খাত, স্বায়ত্তশাসিত কর্পোরেশন এবং যেসব খাত বিভিন্ন দফতর, অধিদফতর, বোর্ড কর্তৃপক্ষের আওতায় পরিচালিত হয়, সেসব খাতের স্বচ্ছতা বৃদ্ধিকল্পে মনিটরিং ও ইনভেস্টিগেশন সেল গঠন করতে হবে। বর্তমান সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি করেছে, বাংলাদেশ বিমানকে লিমিটেড কোম্পানি করেছে। এ ধরনের আরও পদক্ষেপ দ্রুতগতিতে নিতে হবে। এর ফল অবশ্যই ইতিবাচক হবে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ বিমানের ক্ষেত্রে এর সুফল দেখা যাচ্ছে।

বাস্তবে উন্মুক্ত বাজার ও উন্মুক্ত অর্থনীতিতে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তাদের ওপর নির্ভর করে। তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে সেজন্য সরকারকে উদারনীতি গ্রহণ করতে হবে। মোট কথা বেশিরভাগ উৎপাদন খাতের দায়দায়িত্ব বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিতে হবে। কারণ সরকারি উৎপাদন খাতকে যেখানে লোকসান গুনতে হয়, বেসরকারি খাতে তা লাভজনক করা সম্ভব হয়।

পাট বাংলাদেশের সোনালী আঁশ। পাট উৎপাদনে খরচ কম। পাটকলে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি কম। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের পাটকলগুলোকে কেন লোকসান গুনতে হয় ভেবে দেখার বিষয়। পাট ব্যবসার এত বড় অবক্ষয়ের পরও কাঁচাপাট রফতানির বাজারে বাংলাদেশ এখনও বৃহত্তম। বাংলাদেশের পাটশিল্প বাঁচিয়ে রাখতে হলে সরকারি পাটকলগুলোকে দ্রুত দেশী-বিদেশী বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দিতে হবে। এ বিষয়ে কারও আপত্তি থাকবে বলে মনে হয় না। সরকারি পাটকলগুলো দক্ষতার অভাব ও লোকসানের কারণে প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। চিনিকলগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। প্রতিবেশী দেশ ভারত ইতিমধ্যে একটি অর্থনৈতিক যুদ্ধ শুরু করেছে। আমাদের প্রতি কেজি চিনি উৎপাদন করতে খরচ হয় ৩৫ টাকা। অন্যদিকে ভারত প্রতি কেজি চিনি বিক্রি করে মাত্র ২০ টাকায়। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের চিনিকলগুলোর দরজা বন্ধ করার উপক্রম হয়েছে। তাই আমরা সরকারি উৎপাদন খাত সংকুচিত করে বেসরকারি খাতকে সম্প্রসারণ করব। তাহলে অদক্ষতা ও দুর্নীতি অনেক হ্রাস পাবে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, দুর্নীতি দমনের জন্য রাজনীতি, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, আমলা, চাকরিজীবী ও বিভিন্ন স্তরের ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করতে হবে। এগুলোর ভেতরে পারস্পরিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও গঠনমূলক সম্পর্ক বৃদ্ধি করে সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় দুর্নীতি কমিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। গ্রহণযোগ্য নয় এমন কর্মকাণ্ডের গঠনমূলক সমালোচনা করতে হবে, আইন-শৃংখলা বাহিনীকে তথ্য দিয়ে দুর্নীতি দমনে সহায়তা করতে হবে।

সর্বোপরি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ত্বরান্বিত করে উপযুক্ত সরকার গঠন করতে হবে। সাধারণ মানুষ সরকারকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা দেবে। আর সরকার রাজনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক ও ব্যবসায় সংক্রান্ত দুর্নীতি নির্মূল করে উৎপাদনসহ বিভিন্ন খাত ও উপখাতে উদারনীতি গ্রহণ করে জাতীয় উন্নয়নের মাধ্যমে জনজীবনের মানোন্নয়ন করবে। এতে দুর্নীতি ও অনিয়মের একটি সুরাহা হবে। জাতীয় সম্পদ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হওয়ার অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে। ফলে সম্পদের উন্নয়ন, সুষম বণ্টন ও দারিদ্র্য বিমোচন হবে।

ড. এম. আজিজুর রহমান : *ভাইস চ্যান্সেলর, ঐতরা ইউনিভার্সিটি*